তারিখ ... ১৭।৭।২০০০
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৬

ভোরের কাগজ

67

শিক্ষাখাতে বিপর্যয় রোধে সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান

মুখে বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক আন্দোলন গড়ার কাজ করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাখাতে সার্বিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ শুধুমাত্র মুখে বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও অবিলম্বে কাজ শুরু করার তাগিদ দেন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকালে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে শিক্ষার বৈষম্য, দুর্নীতি ও অস্থিরতা : একুশ শতকের প্রস্তুতির আলোকে' শীর্ষক এক সেমিনারে তারা এ আহ্বান জানান।

সেমিনারে উপস্থাপিত ৩টি প্রবন্ধে এবং আলোচকরা তাদের বক্তৃতায় দেশের শিক্ষাখাতে বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অস্থিরতা, গুণগত মানের অবনতি, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অবক্ষয়সহ সার্বিক পতনমুখী চিত্র তুলে ধরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা শিক্ষার এই নেতিবাচক অবস্থার জন্য দেশের রাজনীতিতে দুর্নীতি, বৈষম্য ও সন্ত্রাসের প্রভাব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র তথা সরকারের দায়দায়িত্বের বিষয় ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজে কলুষিত চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে দেখে শিক্ষা খাতের পতনকে রোধ করা কঠিন বলে কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেন।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, শুধু মুখে বললে হবে না শিক্ষাখাতকে বাঁচাতে সামাজিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া কী হওয়া দরকার তা ঠিক করতে হবে। তিনি অতীতের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, সারা দেশের সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সামাজিক আন্দোলন হবে না। আন্দোলনের প্রথম প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি সুস্থ চিন্তা-চেতনার ছাত্র-তরুণ সমাজকে সাধারণ জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে মধ্যবিত্তের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনগণের যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে তা দূর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সামাজিক আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পর তিনি যাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এখনও প্রশ্নাতীত রয়েছে সে রকম মানুষ খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শিক্ষাখাতে সংখ্যাগত উন্নতির আগে গুণগত উন্নতি প্রয়োজন।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, 'অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দেশের রাজনৈতিক প্রভুরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের 'সাইকি'কে (চিন্তা-চেতনা) বিকৃত করার চেষ্টা করছে। অনেকাংশে সফল হচ্ছে।' তিনি বলেন, সমাজসচেতন ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সময় সমাজবিরোধী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এটা যাতে আর না হতে পারে সেজন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ছাত্র সমাজের মূল্যবোধ কলুষিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে– তাদেরকে অর্থ, অস্ত্র ও নকল করতে দিয়ে।

তিনি এরশাদের নাম উল্লেখ না করে বলেন, যাকে এক সময় বিশ্ববেহায়া বলা হয়েছে তাকে দলে টানার জন্য, তাকে ধরে ক্ষমতায় আসবার জন্য যে টানাটানি দুই বড়ো পার্টি করছে তা দুঃখজনক। দেশের রাজনৈতিক কালচার অত্যন্ত কলুষিত, বর্বর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন– শিক্ষা বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাসের প্রশ্ন সার্বিক সমাজে বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করে লাভ হবে না।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'দেশের চলমান রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষার মান আলাদা করে দেখা যায় না। তবে রাজনীতির কথা বলে নিজেদের দায়-দায়িত্ব এড়ানো যায় না।' তিনি শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্রের বহন করা নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গে বলেন, বাজার অর্থনীতির পুরোধা আমেরিকায় কিন্তু রাষ্ট্রই শিক্ষার সকল খরচ বহন করে, বাজার অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষার বাজারিকরণ এককথা নয়।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনাই বলা হোক বা শিক্ষানীতিই বলা হোক তা আমাদের দেশে কখনো করা হয়নি।' তিনি সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় খাতা দেখার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, 'তারা বাংলা বা ইংরেজি কোনো ভাষাতেই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই স্কুল পর্যায়ে বা সাধারণ শিক্ষার মান নিচে থাকলে উচ্চ বা বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করাই নিরর্থক বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তার গুণগত মান উন্নয়ন ও বৈষম্য দূর করার প্রতি জোর দেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শিক্ষাখাতে সংস্কারের প্রসঙ্গে বলেন, সংস্কারগুলোকে নিয়ে যেতে হবে মৌলিক পরিবর্তনের দিকে। যে বৈষম্য সমাজে বিদ্যমান সেই বৈষম্য পরীক্ষার ফলাফলেও বিদ্যমান। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম আর শিক্ষার বিপর্যয় প্রতিরোধ আলাদা বিষয় নয়।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজনীতি থাকবে। তবে সেটা আদর্শগত রাজনীতি হতে হবে। কোন আদর্শ, কোন লক্ষ্যে আমরা ছাত্রকে মানুষ করবো তা নির্ধারণ করা জরুরি। তবে তিনি বাইরের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তিকে আপত্তিকর হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবশ্যই রাজনৈতিক, আদর্শগত চেতনা থাকবে কিন্তু দলের লেজুড়বৃত্তি থাকবে না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সমাজে লুণ্ঠন চলছে। লুণ্ঠনটাই আদর্শে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়তে আদর্শের ব্যাপারটা জরুরি। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক না করে আমরা সমাজকে গণতান্ত্রিক করতে পারবো না, শিক্ষাকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে নিতে পারবো না।

সমিতির সভাপতি মাইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে ড. কাজী খলীকুজ্জামানও আলোচনায় অংশ নেন। ড. আতিউর রহমান 'বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য, দুর্নীতি ও অস্থিরতা : এ বিপর্যয় রুখতে চাই সামাজিক প্রতিরোধ', ড. আনু মুহাম্মদ 'বাংলাদেশে শিক্ষার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি : অন্তর্গত বৈষম্য ও সহিংসতার বিবিধ মাত্রা' এবং ডা. মাহমুদুল হক ও মোহম্মদ এনামুল হক '২০২০ সালের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ও দুর্নীতি' শীর্ষক ৩টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।